ভার্সিটি 'ঘ' স্পেশাল প্রোগ্রাম-2020

বাংলা

লেকচার : B-02

বাংলা ১ম পত্র : গদ্য ও কবিতা

বাংলা ২য় পত্র : ধ্বনি পরিবর্তন, সন্ধি, ধাতু, শব্দের শ্রেণিবিভাগ, সমার্থক শব্দ/প্রতিশব্দ

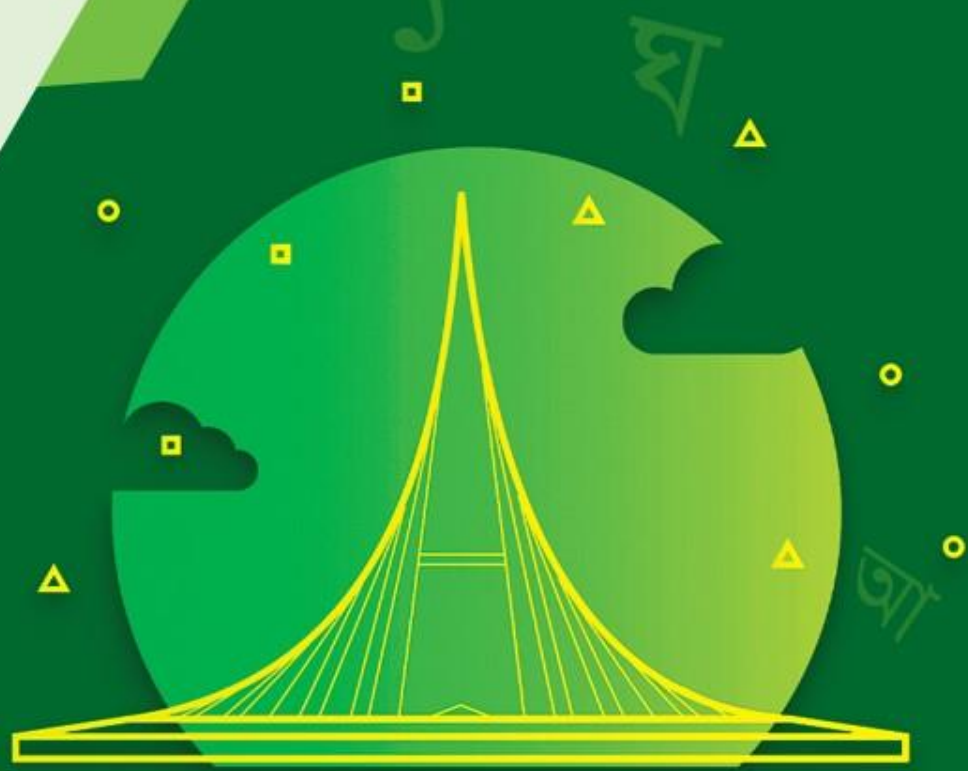

বায়ান্নর দিনগুলো- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

লেখক পরিচিতিঃ

জন্ম ও মৃত্যু	১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মার্চ, ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ (সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে)।
জন্মস্থান	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়।
পিতা	শেখ লুৎফর রহমান।
মাতা	সায়েরা খাতুন।
বিবিসি জরীপে (২০০৪)	সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।
স্থপতি	বাংলাদেশের।
জাতির জনক	বাঙালি জাতির।
১৯৫৬ সাল	পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন
বাঙ্গালির মুক্তির সনদ	ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন।
ঐতিহাসিক ভাষণ	৭ই মার্চ ১৯৭১ সাল (রেসকোর্স ময়দানে)।
গ্রেফতার হন	১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর।
বঙ্গবন্ধু স্বধীনতা ঘোষণা করেন	২৬এ মার্চ প্রথম প্রহরে (গ্রেফতারের পূর্বমুহূর্তে)।
প্রথম রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু।
বঙ্গবন্ধু স্বদেশে ফিরেন	১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি।
জাতিসংঘে প্রথম ভাষণ	প্রথম বাঙ্গালি হিসাবে তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন।
১৯৭২ সাল	'জুলিও কুরি' পদকে ভূষিত হন।

‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- অনশন ধর্মঘটের আলোচনার ব্যাপারে তাঁদেরকে জেলগেটে নেয়া হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি সকাল বেলায়।
- তখন সময় ছিল- সকাল নয়টা।
- নারায়ণগঞ্জ থেকে জাহাজ ছাড়ে- এগারোটায়।
- বঙ্গবন্ধু দেরি করতে লাগলেন কারণ- তাঁদেরকে কোথায় পাঠানো হচ্ছে কেউ জানবে না; তা সকলকে জানাতেই দেরি।
- সুবেদার সাহেব বঙ্গবন্ধুকে দেখে বলেছিল- ইয়ে কেয়া বাত হ্যায়, আপ জেলখানা মে।
- উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিল- কিসমত।
- গল্পে মহিউদ্দিন আছেন- দুই জন।
- বঙ্গবন্ধু এবং মহিউদ্দিন ঔষধ খেয়েছিল- পেট পরিষ্কার করার জন্য।
- মহিউদ্দিন ভুগছিল- প্লুরিসিস রোগে।
- বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছা করে খেতেন- কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি।
- হাত কাঁপলেও চিঠি লিখেছিলেন- ছোট ছোট করে চারটি।
  আব্বার কাছে- একটি; রেণুর কাছে- একটি; শহীদ সাহেবের কাছে- একটি; ভাসানী সাহেবের কাছে- একটি।
- মানুষের যখন পতন আসে- তখন পদে পদে ভুল করে।
- দিনের মধ্যে পাঁচ-সাত বার দেখতে আসেন- সিভিল সার্জন সাহেব।
- সিভিল সার্জনের মুখ গম্ভীর হয়েছিল- ২৫ তারিখ সকালে।
- আসছেন, দেখছেন, চলে যাচ্ছেন- সিভিল সার্জন সাহেব।
- বঙ্গবন্ধুর ভাইয়ের নাম- শেখ নাসের।

‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার গুরুত্বপূর্ণ উদ্‌ধৃতিসমূহ

- ‘ইয়ে কেয়া বাত হ্যায় আপ জেলখানা মে।’ –উক্তিটি আর্মড পুলিশ সুবেদারের।
- ‘কিসমত।’ –উক্তিটি বঙ্গবন্ধুর।
- “বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।” –উক্তিটি বঙ্গবন্ধুর।
- “জীবনে আর দেখা নাও হতে পারে। সকলে যেন.....প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি, সে মরাতেও শান্তি আছে।” –সহকর্মীদের উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধুর উক্তি।
- “মরতে দেবে না।” – অনশন ভাঙ্গার বিভিন্ন কৌশলের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর উক্তি।
- “আপনাকে যদি মুক্তি দেয়া হয়, তবে খাবেন তো?” –উক্তিটি ডেপুটি জেলার সাহেবের।
- “মুক্তি দিলে খাব, না দিলে খাব না। তবে আমার লাশ মুক্তি পেয়ে যাবে।” – উক্তিটি বঙ্গবন্ধুর।
- “তোমার অর্ডার এসেছে।” –উক্তিটি মহিউদ্দিনের।
- “আমার দায়িত্বে নিয়ে যাচ্ছি।” –উক্তিটি বঙ্গবন্ধুর বাবার।
- “হাসু আপা, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।” –উক্তিটি কামালের।

শব্দের উৎস নির্দেশ

লেবু	দেশি শব্দ	ব্যারাম	বে(ফারসি)+আরাম (বাংলা)	ব্যারাক	ইংরেজি
বারান্দা	ফারসি	হাটবাজার	হাট(বাংলা)+বাজার (ফারসি)	স্লোগান	ইংরেজি
নাশতা	ফারসি	কয়েদি	আরবি	হরতাল	গুজরাটি
গ্রেফতার	ফারসি	কাগজ	আরবি	দুনিয়া	ফারসি
চেহারা	ফারসি	ওয়াদা	আরবি	খোদা	ফারসি
বন্দি	ফারসি	মাল্লা	আরবি	গোপন	সংস্কৃত
চামচ	ফারসি/তুর্কি	ফতোয়া	আরবি	জমাদার	ফারসি
দরজা	ফারসি	কিসমত	আরবি	সিপাই	ফারসি

জাদুঘরে কেন যাব- আনিসুজ্জামান

লেখক পরিচিতিঃ

জন্ম ও মৃত্যু	১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায়। ১৪ মে ২০২০ মৃত্যুবরণ করেন।
পিতা	ডা.এ.টি.এম মোয়াজ্জম।
পদ্মভূষণ	ভারত সরকার কর্তৃক
প্রকাশিত প্রবন্ধ-গবেষণাগ্রন্থ	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৯৬৪); মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৯৬৯); মুনীর চৌধুরী (১৯৭৫); স্বরূপের সন্ধানে (১৯৭৬); Social Aspects of Endigenous Intellectual Creativity (1997); Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India Official Library and Records (1981); আঠারো শতকের বাংলা চিঠি (১৯৮৩); মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৮৩); পুরোনো বাংলা গদ্য (১৯৮৪); মোতাহার হোসেন চৌধুরী (১৯৮৮); Creativity, Reality and Identity (1993); Cultural Pluralism (1993); Identity, Religion and Recent History (1995); আমার একাত্তর (১৯৯৭); মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর (১৯৯৮); আমার চোখে (১৯৯৯)।
প্রকাশিত বাঙালি নারী বিষয়ক গ্রন্থাবলি	সাহিত্যে ও সমাজে (২০০০); পূর্বগামী (২০০১); কাল নিরবধি (২০০৩)।

‘জাদুঘরে কেন যাব’ রচনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়- আলেকজান্দ্রিয়ায় (মিসর)।
- পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর ছিল মুখ্যত – দর্শন চর্চার কেন্দ্র।
- ইউরোপে জাদুঘরের প্রয়াস বৃদ্ধি পায়- রেনেসাঁর পরে।
- ফরাসি বিপ্লবের ফলে তৈরি হয়- ল্যুভ (ল্যুভর মিউজিয়ম)।
- ল্যুভ (ল্যুভর মিউজিয়ম) তৈরি হয়েছিল- ফ্রান্সের ভেরসাই প্রাসাদে।
- রুশ বিপ্লবের ফলে তৈরি হয়- হার্মিতিয়ে মিউজিয়ম।
- প্রথম পাবলিক মিউজিয়ম গড়ে উঠে- সতের শতকে।
- প্রথম পাবলিক মিউজিয়ম গড়ে উঠে- অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (ব্রিটেনে)
- অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ম গড়ে উঠে- ব্রিটেনে।
- অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ম গড়ে উঠে- তিনজনের সংগ্রহে।
- গত ত্রিশ বছরে ব্রিটেনে জাদুঘরের সংখ্যা- দিগুণ হয়েছে।

‘জাদুঘরে কেন যাব’ রচনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- এখন জাদুঘর বলে বিবেচিত হয়- মৎস্যাধার ও নক্ষত্রশালাও।
- প্রবন্ধে উল্লেখিত বাংলাদেশে যে সকল জাদুঘর রয়েছে তা হলো- জাতীয় জাদুঘর, চট্রগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, ঢাকার নগর জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, বিজ্ঞান জাদুঘর, সামরিক জাদুঘর, রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘর, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর, ঢাকা বলদা গার্ডেন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক খনন এলাকায় সাইট মিউজিয়ম।
- মিউজিয়মকে আপনারা জাদুঘর বলেন কেন? – প্রশ্নটি গভর্নর সাহেব করেছিলেন হুদা সাহেবকে।
- জাদুঘর শব্দের নেতিবাচক দ্যোতনা- কুহক, ইন্দ্রজাল, ভেলকি।
- জাদুঘর শব্দের ইতিবাচক দ্যোতনা- চমৎকার, মনোহর, কৌতূহলোদ্দীপক।
- মোনায়েম খান বিশ্বাসী ছিলেন- দ্বিজাতিতত্ত্বে।
- টাওয়ার অফ লন্ডনে সকলে ভীড় করে- কোহিনুর দেখতে।

‘জাদুঘরে কেন যাব’ রচনার গুরুত্বপূর্ণ উদ্‌ধৃতিসমূহ

- ‘মিউজিয়মকে আপনারা জাদুঘর বলেন কেন?’ – গভর্নরের জিজ্ঞাসা।
- ‘স্যার, জাদুঘরই মিউজিয়মের বাংলা প্রতিশব্দ।’ –উক্তিটি লেখকের।
- ‘কে বলছে আপনাকে যেতে?’ – লেখকের।

শব্দার্থ ও টিকা

- আলেকজান্দ্রিয়া-
- ইউরোপীয় রেনেসাঁস-
- ফরাসি বিপ্লব-
- রুশ বিপ্লব-
- টাওয়ার অব লন্ডন-
- অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-
- অ্যাশমল-
- ব্রিটিশ মিউজিয়ম-
- ল্যুভ-
- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর-
- জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর-
- ঢাকা নগর জাদুঘর-

শব্দার্থ ও টিকা

- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-
- বঙ্গবন্ধু জাদুঘর-
- বিজ্ঞান জাদুঘর-
- সামরিক জাদুঘর-
- বরেন্দ্র জাদুঘর-
- বলধা গার্ডেন-
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর-
- দ্বিজাতি তত্ত্ব-
- কলকাতা জাদুঘর-
- ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-
- কায়রো মিউজিয়ম-

Poll Question-02

- বঙ্গবন্ধুকে কোন জেলে স্থানান্তর করা হচ্ছিল?

(a) গোপালগঞ্জ

(b) নারায়ণগঞ্জ

(c) কাশিমপুর

(d) ফরিদপুর

বিভীষনের প্রতি মেঘনাদ (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

❐ কবি পরিচিতি

জন্ম	১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারি
জন্মস্থান	যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে
পিতা	রাজনারায়ণ দত্ত,
মাতা	জাহ্নবী দেবী।
পড়াশুনা করেন	হিন্দু কলেজে (১৮৩৩)
সাহিত্য জীবন শুরু	হিন্দু কলেজে থাকতে (ইংরেজি ভাষায়)
ধর্মান্তরিত হওয়ায় নতুন কলেজ	বিশপ্‌স কলেজ (শিবপুরে)
বিশপ্‌স কলেজে	গ্রিক, লাতিন, হিব্রু ভাষা শিখেন
যে-সকল ভাষায় দক্ষ ছিলেন	সংস্কৃত, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়, গ্রিক, লাতিন, হিব্রু ভাষা।
মধুসূদন পূর্বে বাংলা কবিতার ধরণ ছিল	পয়ার
পয়ার প্রথা ভেঙেদেন	মাইকেল মধুসূদন
মাইকেলের ছন্দের নাম	অমিত্রাক্ষর ছন্দ
অমিত্রাক্ষর ছন্দ	অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নতুন রূপ
উপাধি	মাইকেল (১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন; এবং মাইকেল নাম ধারণ করেন।)
ছদ্মনাম/কলমি নাম	টিমোথি পেনপয়েম
সাহিত্যের স্বরূপ	রোমান্টিক ও ধ্রুপদী সাহিত্যের আশ্চর্য মিলন। দেশপ্রেম, স্বাধীনতার চেতনা এবং নারী-জাগরণ তাঁর সাহিত্যের প্রধান সুর।

বিভীষনের প্রতি মেঘনাদ (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

সাহিত্যে স্বীকৃতি	আধুনিক বাংলা কবিতার জনক/অগ্রদূত। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক (প্রথম প্রয়োগ পদ্মাবতী নাটকে)।
মোট সনেট	১০২ টি।
প্রথম প্রকাশিত গ্রন্হ	'The captive Lady' (১৮৪৯)
প্রথম সার্থক নাটক	শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)
প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি	কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)
প্রথম সার্থক মহাকাব্য	মেঘনাদবধ কাব্য
অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম প্রকাশিত কাব্য	তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৫৯)
বাংলা সাহিত্যে অবদান	❖ মেঘনাদবধ (১৮৬১): বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক মহাকাব্য। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের কাহিনী রামায়ণ' থেকে গৃহীত বলে এর উপস্থাপনরীতিতে মধুসূদন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এ কাব্যে সর্গ সংখ্যা ৯ টি। এটি একটি বীররসের কাব্য। ❖ এ মহাকাব্যটি উৎসর্গ করা হয় এ গ্রন্হ মুদ্রণের ব্যয়ভার বহনকারী রাজা দিগম্বর মিত্রকে।

বিভীষনের প্রতি মেঘনাদ (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

কাব্যগ্রন্হ:	❖ তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৫৯): মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে ‘অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক’। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যতেই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্যে ছন্দের বন্ধনমুক্তি ঘটে। এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্হ। ❖ কাব্যটি মধুসূদন যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে উৎসর্গ করেন। ❖ বীরাঙ্গনাকাব্য (১৮৬২): ‘বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র কাব্য’। ❖ সনেটকে বলা হয় চতুদর্শপদী কবিতা। ❖ এ কবিতায় ১৪টি পঙক্তি থাকে। সাধারণত সনেট অষ্টক ও ষষ্টক দু ভাগে বিন্যস্ত। অষ্টক ও ষট্ক এর মাঝামাঝি ফাঁকা অংশকে বলা হয় ‘আবর্তন সন্ধি’। অষ্টকে থাকে আসক্তি এবং ষট্কে থাকে আসক্তি মুক্তিমালা। ❖ মধুসূদনের ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ গ্রন্হে প্রায় ১০২ টি সনেট রয়েছে। ❖ মধুসূদনের সনেটে প্রবল দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। ❖ The Captive Lady (১৮৪৯): মধুসূদন রচিত ও প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্হ। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রাচ্য ইতিহাস কাহিনী রুদ্র কালী, অগ্নি, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কথা কবি ইংরেজিতে ক্যাপটিভ লেডীতে বর্ণনা করেছেন। ❖ কাব্যটি কবি প্রথম তার সহকর্মী যোসেফ রিচার্ড নেলারকে উৎসর্গ করেন। পরবর্তীতে গ্রন্হাকারে প্রকাশকালে নেলারের পরিবর্তে এ্যাডভোকেট জেনারেল জর্জ নর্টনকে কাব্যটি উৎসর্গ করেন। ❖ গ্রন্হাকারে প্রকাশকালে ‘Captive Lady’র সঙ্গে তাঁর আরেকটি ইংরেজী কাব্য ‘Visions Of The Past’ যুক্ত হয়। ‘Visions Of The Past’ Madras Circulation পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিভীষনের প্রতি মেঘনাদ (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

শর্মিষ্ঠা:	বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক শর্মিষ্ঠা। মহাভারতের আদিপর্ব থেকে নিয়ে মধুসূদন এটা রচনা করেছেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে
পদ্মাবতী (১৮৬০):	বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক কমেডি। পদ্মাবতী নাটকেই মাইকেল প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। তবে এর ভাষারীতি প্রধানত গদ্য। মধুসূদন পুরাণের প্রসিদ্ধ গল্প Apple Of Discord অবলম্বনে হিন্দু ধাচের ধর্মসংস্কার অনুযায়ী 'পদ্মাবতী' নাটক রচনা করেন।
ঐতিহাসিক নাটক:	❖ কৃষ্ণকুমারী: কৃষ্ণকুমারী বাংলা সাহত্যের প্রথম ঐতিহাসিক এবং প্রথম সার্থক উখলতা ট্রাজেডি নাটক। শেক্সপিয়ারের প্রভাব এ নাটকে প্রত্যক্ষ। নাটকটির ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ৬ থেকে ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রচিত। নাটকটি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে ছাপা হয়। ❖ মায়াকানন: মায়াকানন মাইকেল রচিত সর্বশেষ বিয়োগান্তক নাটক। মায়াকানন রচিত ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি এবং প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে। মায়াকাননের ট্রাজেডি নিষ্করুণ শোকাবহ।

বিভীষনের প্রতি মেঘনাদ (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

প্রহসন:	❖ একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০): ইংরেজি শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলদের মদ্যাসক্তি, উচ্ছৃঙ্খল ও অনাচারকে ব্যক্ত করে তিনি এই প্রহসন রচনা করেন। ❖ বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ বা ভগ্ন শিবমন্দির (১৮৬০): বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক প্রহসন। আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের গোপন লাম্পট্যকে পরিহাস করে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন রচিত।
কবিতা:	❖ বঙ্গভাষা: বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট। ❖ কপোতাক্ষ নদ: সনেট। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
গদ্য রচনা:	❖ হেক্টর বধ: এটি অনুবাদমূলক গদ্য রচনা। হোমারের ইলিয়াড- এর উপাখ্যান অবলম্বন করে এটি রচনা করা হয়। এর রচনা সমাপ্ত করা কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। (হেক্টর বধ উৎসর্গ করা হয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে।)
মৃত্যু	❖ ১৮৭৩ সালের ২৯এ জুন (কলকাতায়)

কবিতার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- কবিতার লাইন সংখ্যাঃ- লাইন সংখ্যা- ৭২ টি।
- মেঘনাদের প্রাণবধ হয়েছে- লক্ষ্মণের হাতে।
- স্বর্ণলঙ্কার একটি- দ্বীপরাজ্য।
- স্বর্ণলঙ্কার অন্য নাম- রক্ষঃপুর।
- স্বর্ণলঙ্কার রাজা- রাবণ।
- কুম্ভকর্ণ- রাবণের মধ্যম ভাই।
- বীরবাহু- রাবণের পুত্র।
- মৃত্যু বরণ করেছিল- রাবণ পুত্র বীরবাহু।
- রাবণ মেঘনাদ কে বরণ করে- মহাযুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে।
- যজ্ঞাগারের নাম- নিকুম্ভিলা।
- মেঘনাদ নিকুম্ভিলায় গিয়েছিল- ইষ্টদেবতা অগ্নিদেবের পূঁজা করতে।
- মায়া দেবীর আনুকূল্যে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছিল- লক্ষ্মণ।
- রাবণ অনুজ- বিভীষণ।
- লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছে- বিভীষণের সহায়তায়।
- লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছে- মায়াদেবীর মায়া বলে।
- মেঘনাদ ছিল- নিরস্ত্র।
- যজ্ঞাগারের প্রবেশদ্বারে ছিল- বিভীষণ।
- ক্ষুল্লতাত অর্থ- পিতার অনুজ বা চাচা।
- নিকষা- রাবণের মা, সতী।
- মেঘনাদ- রাজা রাবণের কনিষ্ঠ পুত্র।
- রাম- রাজা রামচন্দ্র, রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান
- লক্ষ্মণ- রামের কনিষ্ঠ ভাই

শব্দার্থ ও টীকা

অরিন্দম	অরি বা শত্রুকে দমন করে যে। এখানে মেঘনাদকে বোঝানো হয়েছে।
পশিল	প্রবেশ করল।
তাত	পিতা। এখানে পিতৃব্য বা চাচা অর্থে।
তস্কর	চোর।
গঞ্জি	তিরস্কার করি।
ভঞ্জিব আহবে	যুদ্ধদ্বারা বিনষ্ট করব।
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে	বিধাতা চাঁদকে নিশ্চল আকাশে স্থাপন করেছেন।
স্থাণু	নিশ্চল।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার	লঙ্কাপুরীতে মেঘনাদের যজ্ঞস্থান। এখানে যজ্ঞ করে মেঘদান যুদ্ধে যেত। ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে নিরস্ত্র মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতা বৈশ্বানর বা অগ্নিদেবের পূজারত অবস্থায় লক্ষ্মণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে নিহত হয়।
তেঁই	তজ্জন্য। সেহেতু।
শাস্ত্রে বলে,...পর পরঃ সদা!	শাস্ত্রমতে গুণহীন হলেও নির্গুণ স্বজনই শ্রেয়, কেননা গুণবান হলেও পর সর্বদা পরই থেকে যায়।

কবিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ

ধিক্কার	‘এতক্ষণে’-অরিন্দম কহিলা বিষাদে..... চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
শ্রদ্ধা	‘কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি পিতৃতুল্য।.....লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।’
বংশ মর্যাদা	“উত্তরিলা বিভীষণ, ‘বৃথা এ সাধনা, ধীমান্। .....পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি ধূলায়?”
স্বার্থপরতা	“মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,.....তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে?”
হীনম্মন্যতা	‘জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,-এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি? ..... গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।’
অদম্য সাহস	‘পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,’
রক্তের টান	‘নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা!’
শুভবুদ্ধির অভাব	‘গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।’

সেই অস্ত্র (আহসান হাবিব)

কবি পরিচিতিঃ

জন্ম	১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ২রা জানুয়ারি
জন্মস্থান	পিরোজপুর জেলার শংকরপাশা গ্রামে
পিতা	হামিজুদ্দিন হাওলাদার
মাতা	জমিলা খাতুন
কবিতায় হাতেখড়ি	স্কুল জীবনে
পড়াশুনা করেছেন	ব্রজমোহন কলেজে (BM)
পেশায় ছিলেন	সাংবাদিক, পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক
প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্হ	রাত্রিশেষ (১৯৪৭)
তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ছিল	বস্তুনিষ্ঠতা ও বাস্তব জীবনবোধ।
প্রকাশিত কাব্যগ্রন্হ	রাত্রিশেষ (১৯৪৭); ছায়াহরিণ (১৯৬২); সারাদুপুর (১৯৬৪); আশায় বসতি (১৯৭৪); মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬); দুই হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০); প্রেমের কবিতা (১৯৮১); বিদীর্ণ দর্পণে মুখ (১৯৮৫)।
প্রকাশিত উপন্যাস	অরণ্যে নীলিমা)১৯৬২); জাফরানী রং পায়রা; রাণী খালের সাঁকো (১৯৬৫)।
শিশুতোষগ্রন্হ	ছোটদের পাকিস্তান (১৯৫৪); জ্যোছ্না রাতের গল্প; ছুটির দিন দুপুরে (১৯৭৮); বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর (১৯৭৭) ইত্যাদি।
সম্পাদিত গ্রন্হ	‘কাব্যলোক’; বিদেশের সেরা গল্প।
তিনি যেসব পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন-	ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬১); বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১); আদমজী পুরস্কার (১৯৬৪); নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৭৭); একুশে পদক (১৯৭৮); আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮০); স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার।

কবিতার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- কবি সেই অস্ত্র বলে প্রত্যাশা করেছেন- ভালোবাসা নামক অস্ত্র।
- কবিতার বর্ণিত সেই অস্ত্রের গুণসমূহ- অমোঘ অনন্য অস্ত্র; অবিনাশী অস্ত্র।
- নক্ষত্র খচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না বলতে বুঝানো হয়েছে- বোমা হামলা।
- কবিতায় ব্যবহৃত বিখ্যাত নগরী- ট্রয়নগরী।
- কবিতাটি অন্ত্যমিলহীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর পর্বগুলোর বিন্যাসও অসম।
- **কবিতার ধরণঃ**

  কবিতাটি- অন্ত্যমিলহীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। কবিতার- পর্ব বিন্যাস অসম।
- **কবিতার লাইন এবং শব্দসংখ্যা**

  কবিতার লাইন- ৩১ টি; ‘সেই অস্ত্র’- ৪ বার; ‘অস্ত্র’- ১৫ বার ‘সে অস্ত্র’- ৭ বার ‘আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও’- ১বার। ‘আমাকে ফিরিয়ে দাও’- ৩বার; ‘যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে’- ৩ বার

ধ্বনির পরিবর্তন

❖ স্বরাগমঃ স্বরধ্বনির আগমন।

স্বরাগম ৩ প্রকার
(মনে রাখবে স্বরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া হল স্বরলোপ)

- আদি : স্কুল>ইস্কুল, স্টেশন> ইস্টিশন
- মধ্য : প্রীতি>পিরীতি, ফিল্ম> ফিলিম
- অন্ত্য : দিশ> দিশা, বেঞ্চ > বেঞ্চি

ধ্বনির পরিবর্তন

- অপিনিহিতি : পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। আজি> আইজ, চারি> চাইর, মারি> মাইর।
- স্বরসঙ্গতি : একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে অপরস্বরের পরিবর্তন। এটি ৩ প্রকার-

স্বরসঙ্গতি

- প্রগত = আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর
  যেমন: মুলা > মুলো, তুলা > তুলো
- পরাগত = অন্ত্যস্বর অনুযায়ী আদিস্বর
  যেমন: দেশি > দিশি
- মধ্যগত = আদি ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর
  যেমন: বিলাতি > বিলিতি
- অন্যোন্য = আদি ও অন্ত্য ২ টিই পরিবর্তিত হয়।
  যেমন: মোজা> মুজো

ধ্বনির পরিবর্তন

ধ্বনি বিপর্যয়	বিষমীভবন	ব্যঞ্জনবিকৃতি	সমীভবন
লাফ > ফাল রিকসা> রিস্‌কা পিশাচ > পিচাশ (পরস্পর স্থান বিনিময়)	শরীর > শরীল লাল > নাল (দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তন)	কবাট > কপাট ধোবা > ধোপা ধাইমা > দাইমা (একটা ব্যঞ্জনের জায়গায় নুতন আরেকটি ব্যঞ্জন)	জন্ম > জম্ম কাঁদনা > কান্না (দুটি ভিন্ন ধ্বনি এক অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তার সমতা লাভ করে)

ধ্বনির পরিবর্তন

- দ্বিত্ব ব্যঞ্জন: পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল
- ব্যঞ্জনচ্যুতি : বউদিদি > বউদি , বড়দাদা > বড়দা
- অন্তর্হতি : ফাল্‌গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার

POLL QUESTION-03

- কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ?

(a) ধোবা > ধোপা

(b) শরীর > শরীল

(c) লাল > নাল

(d) রিক্সা > রিস্কা

সন্ধি

- অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়; এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন-

  অ + ই = এ ; শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা ।

  আ + ই = এ ; যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট ।

  অ + ঈ = এ ; পরম + ঈশ = পরমেশ ।

  আ + ঈ = এ ; মহা + ঈশ = মহেশ ।

- অ- কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ‘অর’ হয় এবং তা রেফ রূপে পরবর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন-

  অ + ঋ = অর্ ; দেব+ ঋষি = দেবর্ষি ।

  আ + ঋ = অর্ ; মহা+ ঋষি = মহর্ষি।

সন্ধি

❖ অ-কার কিংবা আ-কারের পর 'ঋত' শব্দ থাকলে (অ, আ+ঋ) উভয় মিলে 'আর' হয় এবং বানানে পূর্ববর্তী বর্ণে আ ও পরবর্তী বর্ণে রেফ লেখা হয়। যেমন-

অ + ঋ = আর ; শীত + ঋত = শীতার্ত ।

আ + ঋ = আর ; তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত।

❖ ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ই বা ঈ স্থানে 'য' বা য (ঁ) ফলা হয়। য-ফলা লেখার সময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে লেখা হয়। যেমন –

ই + অ = য্ + অ ; অতি + অন্ত = অত্যন্ত।

ই + আ = য্ + আ ; ইতি + আদি = ইত্যাদি ।

ই + উ = য্ + উ ; অতি + উক্তি = অত্যুক্তি।

ই + ঊ = য্ + ঊ ; প্রতি + ঊষ = প্রত্যূষ ।

ঈ + আ = য্ + আ ; মসী + আধার = মস্যাধার।

ই + এ = য্ + এ ; প্রতি + এক = প্রত্যেক।

ঈ + অ = য্+ অ ; নদী + অম্বু = নদ্যম্বু ।

সন্ধি

- এ, ঐ, ও, ঔ –কারের পর এ, ঐ স্থানে যথাক্রমে অয়, আয় এবং ও, ঔ স্থানে যথাক্রমে অব্ ও আব্ হয়। যেমন-

  এ + অ = অয় + অ ; নে + অন = নয়ন। ; শে + অন = শয়ন

  ঐ + অ = আয় + অ ; নৈ + অক = নায়ক। ; গৈ + অক = গায়ক

  ও + অ = অব্ + অ ; পো + অন = পবন । ; লো + অন = লবণ

  ঔ + অ = আব্ + অ ; পৌ + অক = পাবক।

  ও + আ = অব্ + আ ; গো + আদি = গবাদি।

- কতগুলো সন্ধি কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না, এগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ বলে। যথা- কুল + অটা= কুলটা (কুলাটা নয়), গো + অক্ষ = গবাক্ষ (গবক্ষ নয়), প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ় (প্রোঢ় নয়), অন্য + অন্য = অন্যান্য, মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড, শুদ্ধ +ওদন = শুদ্ধোদন।

সন্ধি

❖ নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি: কুলটা নারীরা প্রৌঢ়জন ও অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে গবাক্ষে বসে মার্তন্ডকে দেখছে। অন্যদিকে শুদ্ধোদন গবেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে অক্ষৌহিনী সহযোগে বিম্বোষ্ঠ রমণীকে অপহরণ করতে যাচ্ছে।

ব্যঞ্জনসন্ধি

❖ ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি

ক, চ, ট, ত্, প্-এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ্, জ্, ড্, (ড়্), দ্, ব্ হয়। পরবর্তী স্বরধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন-

ক্ + অ = গ	দিক্ + অন্ত = দিগন্ত।
চ্ + অ = গ	ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত।
ট্ + আ = ড়	ষট্ + আনন = ষড়ানন।
ত্ + অ = দ	তৎ + অবধি = তদবধি।

সন্ধি

❖ ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

(i) ত্ ও দ্ -এরপর চ্ ও ছ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যেমন-

ত্ + চ = চ্চ	সৎ + চিন্তা = সচ্চিন্তা।
ত্ + ছ = চ্ছ	উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।
দ্ + চ = চ্চ	বিপদ + চয় = বিপচ্চয়।
দ্ + ছ = চ্ছ	বিপদ + ছায়া = বিপচ্ছায়া।

(ii) ত্ ও দ্ -এরপর জ্ ও ঝ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে জ্ হয়। যেমন-

ত্ + জ = জ্জ	সৎ + জন= সজ্জন।
দ্ + জ = জ্জ	বিপদ + জাল = বিপজ্জাল।
ত্ + ঝ = জ্ঝ	কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা।

সন্ধি

- ত্ ও দ্ -এরপর হ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে দ এবং হ এর স্থালে ধ্ হয়। যেমন-

  ত্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ উৎ + হার = উদ্ধার।

  দ্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ পদ্ + হতি = পদ্ধতি।

- ম্ এর র যে কোনো বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ ধ্বনিটি সেই বর্গের নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন –

  ম্ + ক্ = ঙ + ক্ শম্ + কা = শঙ্কা।

  ম্ + চ্ = ঞ + চ্ সম্ + চয় = সঞ্চয়।

  ম্ + ত্ = ন্ + ত্ সম্ + তাপ = সন্তাপ।

  এরূপ – কিম্ভূত, সন্দর্শন, কিন্নর, সম্মান, সন্ধান, সন্ন্যাস ইত্যাদি।

- কতগুলো সন্ধি নিপাতনে সিদ্ধ হয়

  আ + চর্য = আশ্চর্য, গো + পদ = গোষ্পদ, বন্ + পতি = বনস্পতি

  বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি, তৎ + কর = তস্কর, পর্ + পর = পরস্পর,

  মনস্ + ঈষা = মনীষা, ষট্ + দশ = ষোড়শ এক্ + দশ = একাদশ,

  পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি ইত্যাদি।

সন্ধি

- নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি: বৃহস্পতি ও বনস্পতি পরস্পর তস্কর। বৃহস্পতি একাদশ গোষ্পদ এবং বনস্পতি ষোড়শ গোষ্পদ চুরি করে। তাদের চুরি দেখে মণীষা হরিশ্চন্দ্রকে বলে কী আশ্চর্য! তারা এই চুরির বিচার দাবী করে পতঞ্জলির নিকট। পতঞ্জলি বিচারে বলে চোরের দ্যুলোকে প্রবেশ করবে না।

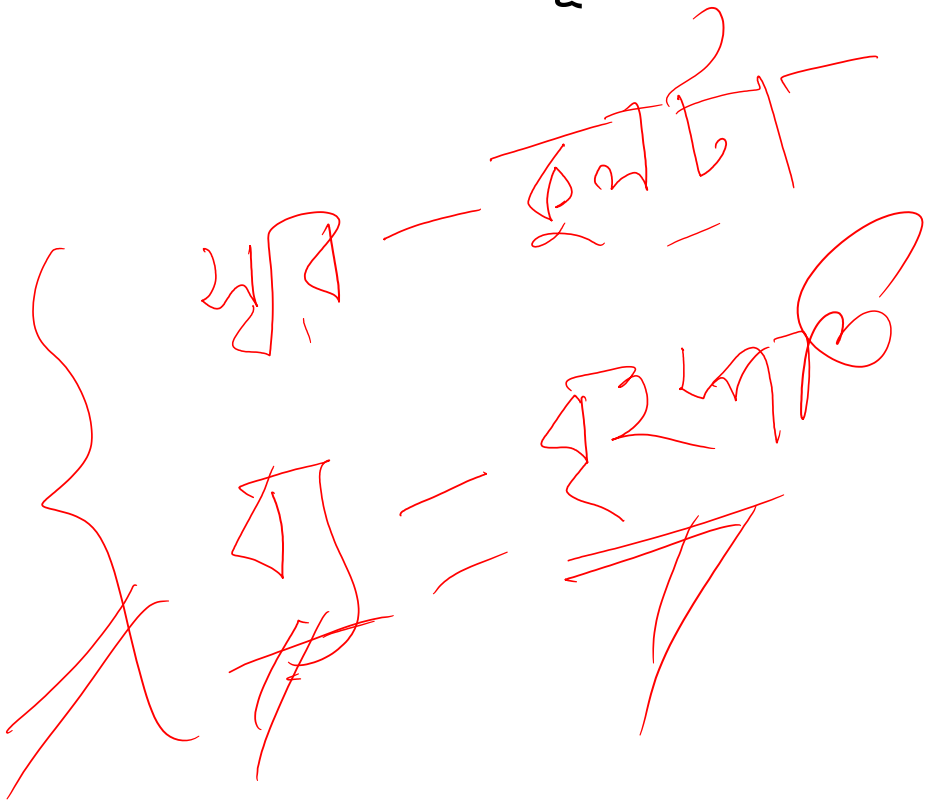

বিসর্গ সন্ধি

❖ বিসর্গ ২ প্রকার। যথা-

(i) র জাত – র এর স্থানে এই বিসর্গ হয়।

(ii) স জাত – স এর স্থানে এই বিসর্গ হয়।

লক্ষ্য কর-

নমঃ + কার = নমস্কার

পুরঃ + কার = পুরস্কার

তিরঃ + কার = তিরস্কার

আবিঃ + কার = আবিষ্কার

আবার,

দুঃ + বার = দুর্বার

দুঃ + যোগ = দুর্যোগ

আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ

দুঃ + অন্ত = দুরন্ত

❖ কখনো কখনো বিসর্গ স্থানে 'ও' হয়।

সদ্যঃ + জাত= সদ্যোজাত ;

তপঃ + বন = তপোবন ;

মনঃ + গত = মনোগত

মনঃ + হার = মনোহার

POLL QUESTION-04

- নিপাতনে সিদ্ধ-স্বরসন্ধি কোনটি?

(a) কুলটা

(b) সদ্যোজাত

(c) তস্কর

(d) নবান্ন

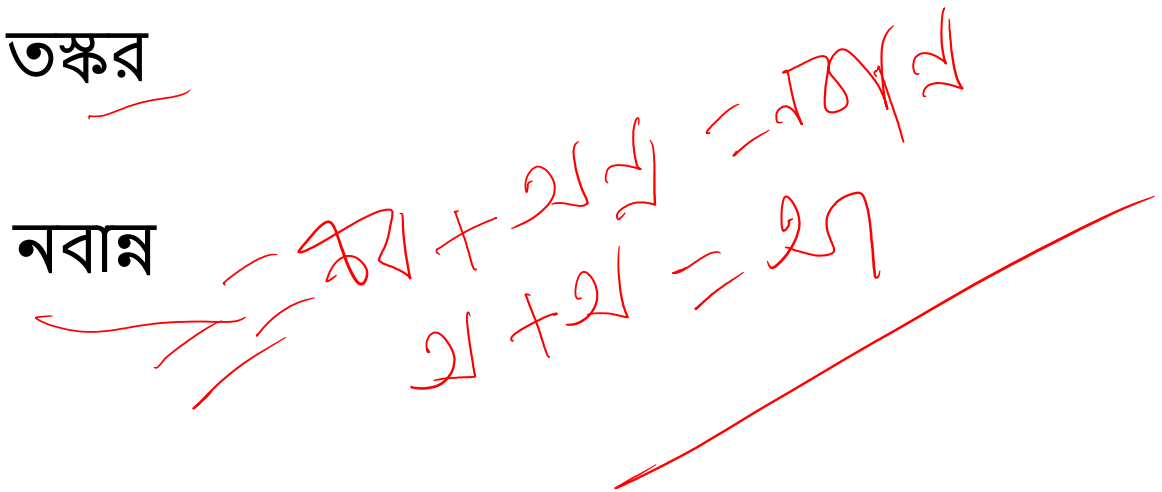

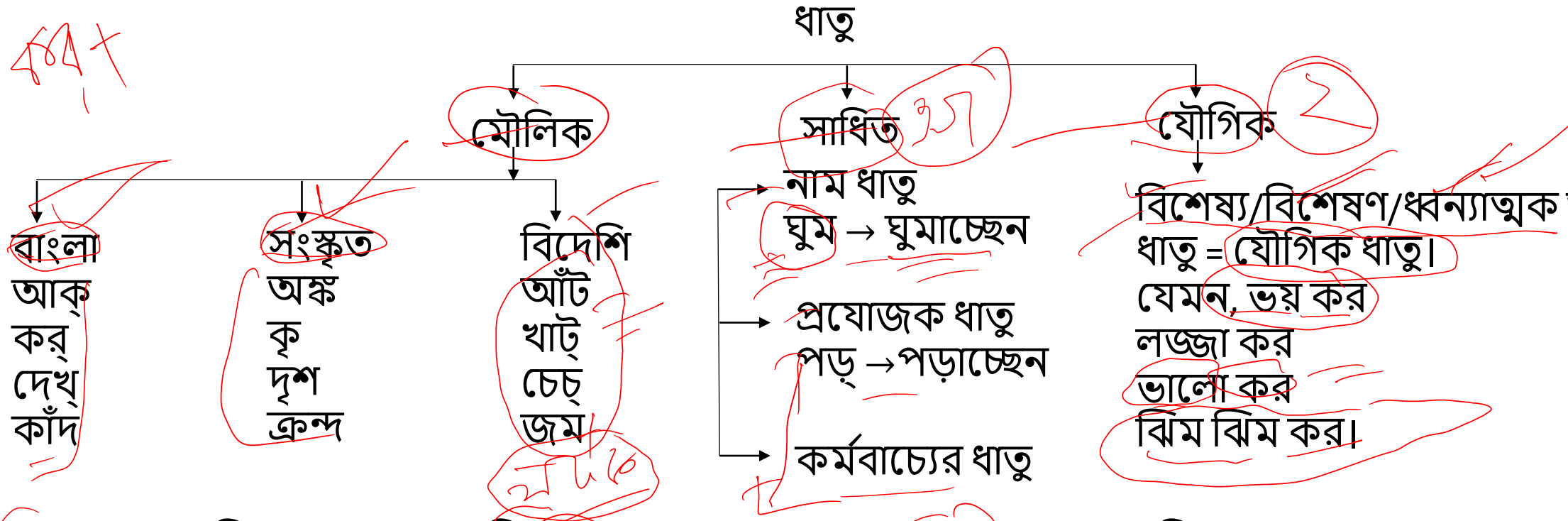

⇒ মাঙ, একটি বিদেশি ধাতু। এটি হিন্দি ভাষা থেকে আগত। তবে, 'হের্' ধাতুটি কোন ভাষা থেকে আগত তা জানা যায় না। এজন্য এটি অজ্ঞাতমূল ধাতু।

মাঙ্ = প্রার্থনা করা
হের্ = দেখা

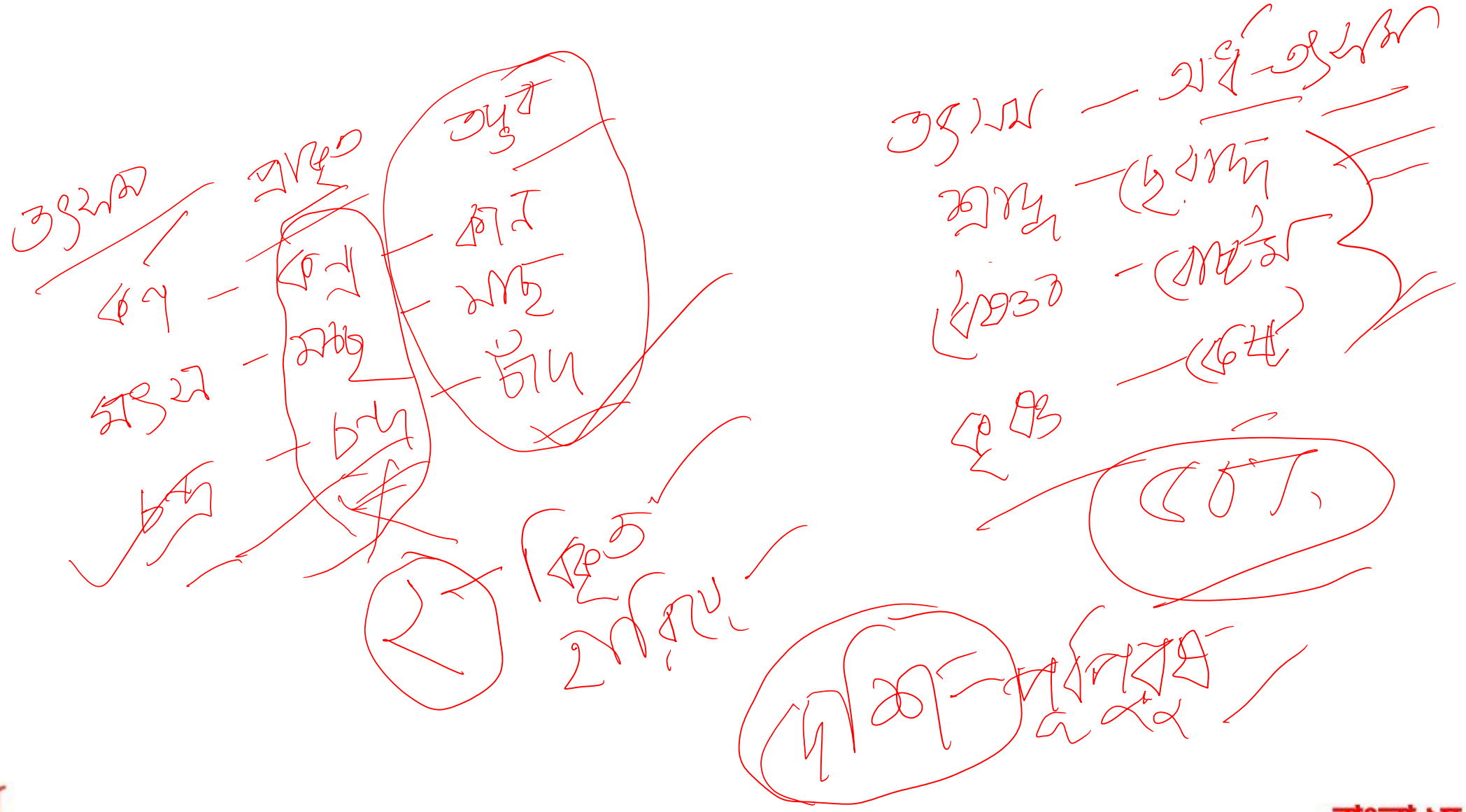

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

উৎস/উৎপত্তি

(i) তৎসম
(ii) অর্ধ-তৎসম
(iii) তদ্ভব
(iv) দেশি
(v) বিদেশি

গঠন

(i) মৌলিক
(ii) সাধিত

অর্থ

(i) যৌগিক
(ii) রূঢ়ি
(iii) যোগরূঢ়

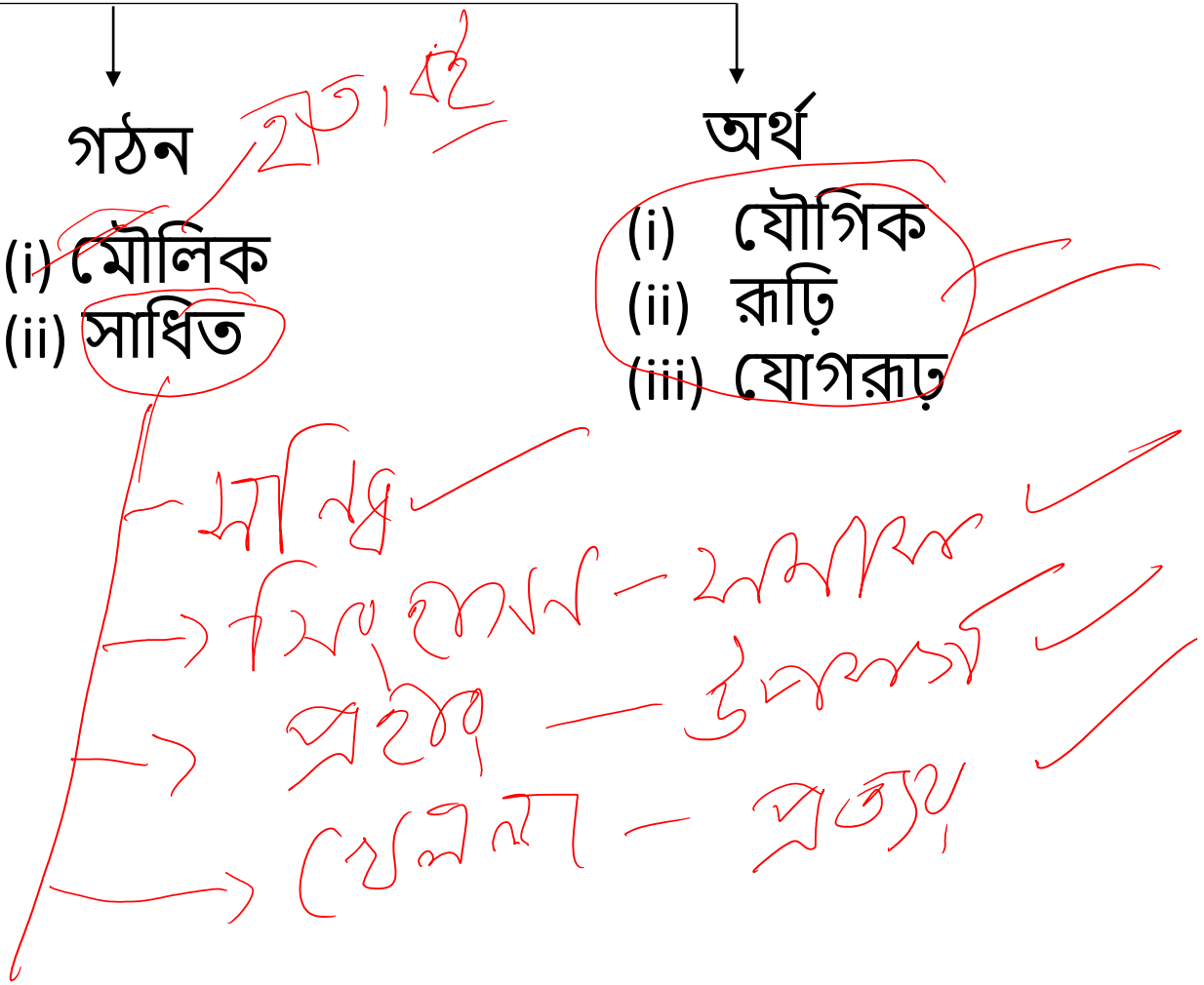

পর্তুগীজ শব্দঃ গির্জার পাদ্রিটি আনারস, পাউরুটি ও পেয়ারা বালতিতে ভরে গুদামের আলমারিতে রেখে তালা মেরে চাবি নিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর জানালা দিয়ে চোর ঢুকে আলপিন দিয়ে তালা খুলে কেদারার উপর দাড়িয়ে তা চুরি করল।

তুর্কি শব্দঃ বাড়ির চাকর চাকু, কাচি ও তোপ দিয়ে দারোগা দাদাকে হত্যা করে বাঁহাদুর বেশে চাকরাণীকে নিয়ে বাবার বাড়ি পালিয়ে গেল।

মিশ্র শব্দঃ একাধিক ভাষার সংমিশ্রণে তৈরী হয়।

হাট-বাজার (বাংলা+ফারসি)

খ্রিষ্টাব্দ (ইংরেজি+সংস্কৃত)

রাজা-বাদশা (তৎসম + ফারসি)

হেড-মৌলভী (ইংরেজি + ফারসি)

(i) **যৌগিক শব্দঃ** ব্যুৎপত্তিগত অর্থ + ব্যবহারিক অর্থ

√কৃ+তব্য = কর্তব্য

মধু+ র = মধুর

(ii) **রূঢ়ি শব্দঃ** ব্যুৎপত্তিগত অর্থ – ব্যবহারিক অর্থ

তেলে ভাজা সন্দেশ খেয়ে প্রবীণ লোকটি পাঞ্জাবি পরে হস্তীর পিঠে উঠে বাঁশি বাজায়। যা গবেষণা করে গবাক্ষ দিয়ে হরিণ পালিয়ে যায়।

(iii) ব্যাসবাক্য- সমস্ত পদ

রাজপুত পঙ্কজ সরোজ তোলার উদ্দেশ্যে জলধিতে যাবার জন্য মহাযাত্রার আয়োজন করল।

Poll Question-05

- নিচের কোনটি রূঢ়ি শব্দ-

(a) বাঁশি

(b) কর্তব্য

(c) পঙ্কজ

(d) গায়ক

সমার্থক বা প্রতিশব্দ

ব্যুৎপত্তি - সমার্থ = সম্ + অর্থ = সমান অর্থে বা একই অর্থে যে সব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে, তাদেরকে তকার্থক বা প্রতিশব্দ বলে। রচনার মাধুর্য সৃষ্টির জন্য একটা অর্থকেই বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করার প্রয়োজন। বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে যার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। আর সেই প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেই সমার্থক শব্দের জন্ম। যেখানে সমার্থক শব্দ বাক্যে নতুন নতুন শব্দের অবতারণা করে একাধারে যেমন শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তেমনি বাক্যের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে। আর এখানে তেমনি কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমার্থক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হল-

অন্ধকার- আঁধার, তমসা, তিমির, তমিস্র, তমঃ, আঁধিয়ার।

অন্ন- ভাত, ওদন, স্বদা, কাঞ্জিকা, আমানি, কুঞ্জল, তণ্ডুল।

অনুরোধ- প্রার্থনা, আবেদন, আবদার, বায়না, নিবেদন, উপরোধ, মিনতি, বিনতি, সাধ্যসাধনা।

অশ্রু- বিন্দু, ধারাপাত, মোচন, বর্ষণ, রোধ, নেত্রবারি।

চরিত্র- চরিত, আচরণ, ব্যবহার, জীবনচরিত, শীল।

চুল- অলক, কুন্তল, কেশ, চিকুর, কেশদাম, কবরী।

জল- অম্বু, জীবন, নীর, পানি, সলিল, বারি, পয়ঃ, উদক, জীবন, অপ্, তোয়, প্রানদ, ইরা, অম্ভ।

জ্যোৎস্না- কৌমুদী, চন্দ্রিমা, চন্দ্রকিরণ।

সমার্থক বা প্রতিশব্দ

ঠোঁট- চঞ্চু, ওষ্ঠ, অধর, ওষ্ঠাধর, উত্তরাধর, অধোরষ্ঠ।

তীর- কূল, তট, সৈকত, কিনারা, পুলিন, বেলাভূমি, বালুকাবেলা, পাড়।

দোকান- বিপণি, আপণ, পণ্যগৃহ, পণ্যশালা, পণ্যবিচিত্রা।

দিন- দিবস, দিবা, দিনমান, অহ্ন, অহঃ, অহন, বাসর, অষ্টপ্রহর।

দীন- দরিদ্র, কাতর, হীন, অভাবযুক্ত, গরিব, করুণ।

দেবতা- অমর, দেব, সুর, ত্রিদশ, অজয়, ঠাকুর।

দেহ- গাত্র, গা, তনু, শরীর, কায়, কায়া, কলেবর।

ধন- অর্থ, বিত্ত, বিভব, সম্পদ, নিধি, ঐশ্বর্য।

নদী- তটিনী, স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী, শৈবালিনী, গাঙ, সরিৎ, নির্ঝরিণী, মন্দাকিনী।

নর- পুরুষ, মানব, মানুষ, জন, মরদ, মর্দ, মদ্দা।

নারী অবলা, কামিনী, মহিলা, স্ত্রীলোক, রমণী, অঙ্গনা, বণিতা, ললনা, কান্তা, জেনানা, বালা।

অশ্ব- তুরগ, তুরঙ্গম, তুরঙ্গ, হয়, বাজী, ঘোড়া, ঘোটক।

সমার্থক বা প্রতিশব্দ

আকাশ- অম্বর, গগন, নভঃ, ব্যোম, নভোমণ্ডল, অন্তরীক্ষ, শূন্য, ছায়ালোক, দ্যু, আসমান, বিমান, খ, অভ্র।

আগুন- অগ্নি, অনল, পাবক, বহ্নি, হুতাশন, হুতাশ, বিভাবসু, দহন, হোমাগ্নি, বৈশ্বানর, কৃশানু, সর্বভূক, শিখা, হুতভুক, শুচি, পিঙ্গল।

আনন্দ- সন্তোষ, তৃপ্তি, হর্ষ, পুলক, সুখ, আহ্লাদ, উল্লাস, আমোদ, পরিতোষ।

আলো- কর, অংশু, দীপ্তি, প্রভা, জ্যোতি, উদ্ভাস, আভা, বিভা, দ্যুতি, ভাতি, উজ্জ্বল্য, জেলা, জৌলুস, প্রদীপ্ত, চাকচিক্য, রওশন, নুর, আলোক, রশ্মি, কিরণ।

ইচ্ছা- আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, অভিপ্রায়, বাসনা, অভিলাষ, সাধ, বাসনা, অভিরুচি, স্পৃহা, কামনা, প্রবৃত্তি, লালসা।

ইতি- সমাপ্তি, শেষ, অবসান, রফা, যবনিকা, উপসংহার।

ইলা- পৃথিবী, সরস্বতী, জল, ধেনু, রাণী, বরবধূ।

ঈশ্বর- আল্লাহ্, খোদা, জগদীশ্বর, ধাতা, বিধাতা, ভগবান, সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা, জগৎপতি, জগদ্বন্ধু, জগন্নাথ, পরমেশ্বর, বিশ্বপতি, পরমাত্মা, ঈশ, প্রজাপতি, বিভু, বিধি।

ঊর্মি- কল্লোল, হিল্লোল, ঢেউ, তরঙ্গ, বীচি, লহরী।

ঊন- ন্যূন, সামান্য, হীন, দুর্বল।

ঊষর- অনুর্বর, ক্ষার, নোনতা।

ঋজু- সোজা, অকপট, সরল, অবক্র, সহজ।

সমার্থক বা প্রতিশব্দ

ঋত্বিক- হোমক, হোমী, যজ্ঞকর্তা, যজমান।
বৃক্ষ- অটবী, বিটপী, গাছ, পল্লবী, তরু, দ্রুম, শাখী, পাদপ, মহীরুহ, উদ্ভিদ, পণী।
ভ্রমর- মধুপ, মধুকর, অলি, মধুলিহ, ভোমরা, মৌমাছি, মধুমক্ষিকা, ভৃঙ্গ, ষট্‌পদ, মধুভৃৎ, মধুপায়ী।
মেঘ- ঘন, বারিদ, জলদ, জলধর, জীমূত, অম্বুদ, তোয়দ, পয়োধর, নীরদ, পয়োদ, বলাহক, তোয়ধর, অভ্র, কাদম্বিনী।
মাতা- গর্ভধারিনী, প্রসূতি, মা, জননী, অনিত্রী, জনয়িত্রী।
মৃত্যু- ইন্তেকাল, ইহলীলা, সংবরণ, ইহলোক ত্যাগ, চিরবিদায়, জান্নাতবাসীহওয়া, দেহত্যাগ, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, পরলোকগমন, লোকান্তর গমন, স্বর্গলাভ, বিনাশ, নিধন, মহাপ্রস্থান।
ময়ূর- কেকা, শিখণ্ডী, শিখী, কলাপী।
যুদ্ধ- সমর, আহব, রণ, সংগ্রাম, লড়াই, বিগ্রহ, জঙ্গ, অনীক, দ্বন্দ্ব।
রাত- অমানিশা, নিশি, রাত্র, রজনী, যামিনী, শর্বরী, বিভাবরী, নিশীথিনী, ক্ষণদা, ত্রিযামা, নিশা।
রক্ত- শোণিত, রুধির, রাঙা, লাল, রঞ্জিত, রক্তিম, আসক্ত, অনুরক্ত, সংসক্ত।
রাজা- নৃপতি, নরপতি, ভূপতি, নরেশ, ভূপাল, মহীপাল, দণ্ডধর, নরেন্দ্র, ক্ষিতীশ, অধিপতি, প্রজানাথ, মহীশ, রাজেন্দ্র, রাজশেখর।
শত্রু- অরি, বৈরী, রিপু, অরাতি, প্রতিপক্ষ, বিপক্ষ, দুশমন, বিদ্বেষী।
স্বর্গ- দেবলোক, দ্যুলোক, বেহেশ্ত, সুরলোক, ত্রিবিদ।

সমার্থক বা প্রতিশব্দ

স্বর্ণ- সোনা, কনক, কাঞ্চন, হিরণ্য, সুবর্ণ, মহামূল্যবান ধাতু, হেম।
পাখি- বিহঙ্গ, বিহগ, খেচর, পক্ষী, খগ, শকুন্ত, বিহঙ্গম, দ্বিজ, চিড়িয়া।
পতাকা- নিশান, ঝাণ্ডা, কেতন, ধ্বজা, বৈজয়ন্তী।
পিতা- আব্বা, জনক, বাবা, জন্মদাতা।
পর্বত- অচল, অদ্রি, গিরি, পাহাড়, ভূধর, শৈল, নড়,শৃঙ্গী, শিখরী, মহীধর, শৃঙ্গধর, মহেন্দ্র।
পৃথিবী- অবনী, ধরা, ধরণী, ধরিত্রী, বসুন্ধরা, ভূ, মেদিনী, বসুমতী, অখিল, ভূলোক, ঊর্ধ্ব, মেদিনী, ক্ষিতি, ভূমণ্ডল, মর্ত্য, ভুবন।
পাথর- প্রস্তর, পাষাণ, শিলা, অশ্ম, উপল, মণি।
পদ্ম- পঙ্কজ, সরোজ, সরসিজ, কমল, নলিন, উৎপল, শতদল, কুবলয়, তামরস, অরবিন্দ, সরোরুহ, ইন্দীবর, কোবনদ, কুমুদ, পুষ্কর, রাজীব, কৈরব, ইন্দিবর, নীরজ।
পুষ্প- ফুল, কুসুম, প্রসূন, রঙ্গন, মুঞ্জরি, সুমন।
পুত্র- ছেলে, তনয়, নন্দন, সুত, দুলাল, আত্নজ, অঙ্গজ, সূনু।
বজ্রা- বাজ, অশনি, কুলিশ, দম্ভোলি।
বাতাস- বায়ু, হাওয়া, পবন, সমীর, সমীরণ, অনিল, মরুৎ, প্রভঞ্জন, বাত।
বিদ্যুৎ- তড়িৎ, চপলা, অশনি, ক্ষণপ্রভা, অনুপ্রভা, সৌদামিনী, দামিনী, বিজলি, শম্পা, চঞ্চলা, চপলা।
বন- অরণ্য, কুঞ্জ, কান্তার, বিপিন, অটবী, জঙ্গল, বনানী, কানন।
কাক- অলিভুক, কানুক, বৃক, বায়স, পরভৃৎ।
কোকিল- পরভৃত, পিক, অন্যপুষ্ট, পরপুষ্ট, কলকণ্ঠ, বসন্তদূত, মধুসখা, মধুস্বর।

সমার্থক বা প্রতিশব্দ

কন্যা- মেয়ে, নন্দিনী, তনয়া, দুহিতা, আত্মজা, দুলালী, পুত্রী, কুমারী, কনে, ঝি, স্বজা, তনুকা, ঝিয়ারি।

কান- কর্ণ, শ্রবণ, শ্রবণেন্দ্রিয়।

কপাল- ললাট, ভাল, ভাগ্য, নিয়তি, অদৃষ্ট, অলিক, বরাত।

কিরণ- কর, আলো, রশ্মি, জ্যোতি, প্রভা, দীপ্তি, অংশু, আলোক, বিভা, ময়ূখ, আলোকস্রষ্টা, জেল্লা, জৌলুস, নুর, রোশনী।

কুল- বংশ, গোত্র, গোষ্ঠী, কৌলীন্য, বংশমর্যাদা, গৃহ, সমাজ, আভিজাত্য, কুলধর্ম, জাতি, বর্ণ, সদ্‌বংশ।

কুহক- মায়া, ইন্দ্রজাল, ভেলকি, প্রতারণা, ছলনা, ছল।

খড়্গ- তরবারি, তলোয়ার, অসি, কৃপাণ।

খবর- বার্তা, সংবাদ, তত্ত্ব, সন্ধান, সমাচার, সন্দেশ, তত্ত্বাবধান, তালাশ।

গরু- গো, গাভী, ধেনু, ঋষ্‌ভ, কপিলা, ষাঁড়, পয়স্বিনী।

গৃহ- ঘর, আবাস, আলয়, নিলয়, নিকেতন, ভবন, সদন, বাড়ি, বাটী, নিবাস, আশ্রয়, বাসস্থান, আগার।

চোখ- অক্ষি, চক্ষু, নয়ন, নেত্র, লোচন, আঁখি, দৃক, ঈক্ষণ, দৃষ্টি।

চাঁদ- চন্দ্র, নিশাকর, বিধু, শশধর, শশাঙ্ক,সুধাংশু, হিমাংশু, সুধাকর, সোম, শীতাংশু, সুধানিধি, ইন্দু, নিশাপতি, দ্বিজরাজ, কলাধর, কলাভৃৎ, মৃগাঙ্ক, রজনীকান্ত, রাকেশ, কলানিধি।

সাপ- অহি, আশীবিষ, নাগ, ফণী, ভুজঙ্গ, সর্প, ভুজগ, ভুজঙ্গম, বায়ুভুক, উরগ।

সমার্থক বা প্রতিশব্দ

সমুদ্র- অর্ণব, জলধি, জলনিধি, পারাবার, বারিধি, রত্নাকর, সাগর, সিন্ধু, নীলাম্ভু, অম্বুধি, পায়োধি, বারীশ, পয়োনিধি, বারীন্দ্র, অম্বুনিধি, উদধি।

সমূহ- আবলী, গুচ্ছ, দাম, নিকর, নিচয়, রাজি, রাশি, মালা, পুঞ্জ, কুল, সব, সকল, সমুদয়।

সিংহ- মৃগরাজ, কেশরী, মৃগেন্দ্র, পশুরাজ, হরি, হর্ষক্ষ, বনরাজ, পারীন্দ্র।

স্ত্রী- মধুকরী, পত্নী, অঙ্গনা, কলত্র, জায়া, দার, অর্ধাঙ্গিনী, বণিতা, ভার্যা, মহামনস্বিনী, সিদ্ধাঙ্গনা, ব্গেম, রমনী, আওরত।

সূর্য- আদিত্য, তপন, দিবাকর, ভাস্কর, ভানু, মার্তণ্ড, রবি, সবিতা, অর্ক, মিহির, পুষা, বিবস্বান, সূর, দিনপতি, বালার্ক, প্রভাকর, অরুণ, দিনমণি, কিরণমালী।

হরিণ- মৃগ, সারঙ্গ, শিখী, কুরঙ্গ, সুনয়ন।

হাত- কর, বাহু, ভুক্ত, হস্ত, পাণি।

হাতি- কুঞ্জর, করী, গজ, মাতঙ্গ, হস্তী, দ্বিরদ, দন্তী, দ্বিপ, বারণ, মাতঙ্গ, ঐরাবত, নাগ।

না বুঝে মুখস্থ করার অভ্যাস প্রতিভাকে ধ্বংস করে